# নার্সারিতে উঁই পোকার আক্রমণ ও তার নিয়ন্ত্রণ

নার্সারির অন্যতম ক্ষতিকারক পোকা উঁই। প্রতি বছর হাজার হাজার চারা উঁই-এর আক্রমণে বিনষ্ট হয়। উঁই পোকা সামাজিক জীব। এরা সমাজবদ্ধ ভাবে মাটির নিচে বাসা তৈরি করে অথবা মাটির উপরে ঢিবি গড়ে অথবা কাঠের ভিতর সুড়ঙ্গ বানিয়ে বাস করে। মাটিতে বসবাসকারী উঁই পোকা মাটির অনেক গভীরে বাস করে এবং এরা মাটির উপরিস্তরে (সচরাচর ২০ সে মি. গভীরতার মধ্যে) বীজ ও চারা গাছের ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। অনেক সময় চারা গাছের কান্ডে বা বাকলের গায়ে উঁই পোকা নিজ মুখ নিঃসৃত লালা ও মাটি দিয়ে চলাচলের জন্য সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করে।

## উঁই পোকার আক্রমণে নার্সারিতে ক্ষতির ধরণ

- উঁই পোকা চারা গাছের শিকড় ও বাকল খেয়ে ফেলে।
- অনেক সময় চারা গাছের মূল শিকড়ের বাকল গোলাকার (রিং আকারে) করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। ফলে পানি ও খাদ্য সরবরাহ বিঘ্নিত হয়ে চারা শুকিয়ে মরে যায়।
- ১-২ বছরের চারা গাছ বেশি আক্রান্ত হয়। চারা উঠানো ও রোপণের সময় শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাতে উঁই পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
- অনেক সময় উঁই পোকা গাছের ক্ষতিগ্রস্ত শিকড়ের মধ্যে দিয়ে সুরঙ্গ করে কান্ডের ভিতরে ঢুকে পড়ে এবং ভিতরের কাষ্ঠল অংশ খেয়ে ফেলে।
- শুষ্কতার হাত হতে বাঁচার জন্য এরা নিজ মুখ নিঃসৃত লালা ও মাটি দিয়ে গাছের কান্ড বা বাকলের উপর চলাচলের জন্য সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করে এবং বাকল ও কাঠ চিবিয়ে খায়।
- চারা গাছের শিকড় ও বাকল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে চারা শুকিয়ে মরে যায়।

**সাধারণত গাছের মৃত অংশই উঁই পোকার প্রধান খাবার। উঁই পোকা কাঠ ও কাঠ জাতীয় বস্তুও খেয়ে থাকে।**

## আক্রান্ত গাছ-গাছড়া

ইউক্যালিপটাস, কাঁঠাল, ঝাউ, তুন, পাইন, শাল, সেগুন, শিশু, আমড়া, মেহগনি, লিচু, নারিকেল ইত্যাদি গাছ ছাড়াও মাটিতে বপনকৃত বিভিন্ন বীজ ও চারা গাছ উঁই পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়।

## খাদ্য গ্রহণ ও বাসস্থানের ভিত্তিতে উঁই পোকার প্রকারভেদ

**খাদ্য গ্রহণ ও বাসস্থানের ভিত্তিতে উঁই পোকা তিন প্রকার হয়ে থাকে ঃ**

ক) ভিজা কাঠভোজী উঁই পোকা ঃ এরা সাধারণত মাটিতে অবস্থিত ভিজা কাঠ খেয়ে থাকে।

খ) শুষ্ক কাঠভোজী উঁই পোকা ঃ এরা প্রধানত শুকনো কাঠ খেয়ে থাকে।

গ) মাটির নিচে বসবাসকারী তৃণভোজী উঁই পোকা ঃ এরা সাধারণত বীজ, চারা, শুকনো লতা-পাতা ইত্যাদি খেয়ে থাকে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মাটির নিচে বসবাসকারী উঁই পোকাই চারা গাছের ক্ষতি করে থাকে।

## উঁই পোকার নিয়ন্ত্রণ

### ক) প্রতিরোধমূলক

- নার্সারি প্রস্তুতের সময় নার্সারির মাটিতে বিদ্যমান ঘাস, খড়, শুকনো লতা-পাতা, মরা ডাল-পালা, কাঠের টুকরা ইত্যাদি সরিয়ে ফেলতে হবে।
- বাগানের ভিতরে অথবা নিকটে উঁই পোকার বাসা বা ঢিবি থাকলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে।
- মাটিতে বীজ বপনের আগে কীটনাশক যেমন ম্যালাথিয়ন অথবা ক্লোরপাইরিফস প্রতি লিটার পানিতে ২-৩ মি. লি. মিশিয়ে তাতে বীজ ১০-১৫ মিনিট ভিজিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে রোপণ করতে হবে (সাধারণত কীটনাশক বোতলের এক মুখে ৫ মি. লি. কীটনাশক ঔষধ ধরে)।
- নার্সারিতে চারা লাগানোর বা বীজ বপনের পূর্বে ক্লোরপাইরিফস নামক কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ৩-৪ মি. লি. মিশিয়ে মাটিতে প্রয়োগ করে মাটি শোধন করতে হবে।
- চারা গাছের কান্ডে উঁই পোকার তৈরিকৃত চলাচলের সুড়ঙ্গ পথ ভেঙ্গে দিতে হবে।
- চারা উঠানো ও রোপণের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন চারার শিকড় নষ্ট বা কেটে না যায়।

### খ) প্রতিকারমূলক

- প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরও যদি আক্রমণ দেখা যায় তখন বীজতলায় ক্লোরপাইরিফস জাতীয় কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। এ কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ৩-৪ মি. লি. পরিমান মিশিয়ে এমন ভাবে মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে যেন কীটনাশক মিশ্রিত পানি মাটির গভীরে পৌছায়। ১০ দিন অন্তর অন্তর ২ থেকে ৩ বার এভাবে কীটনাশক প্রয়োগ করলে উঁই পোকা দমন করা সম্ভব হবে।

**কীটনাশক প্রয়োগে সাবধানতা ঃ কীটনাশক প্রয়োগের সময় প্রয়োজনীয় সর্তকতা অবলম্বন অত্যাবশ্যক**


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট**

ষোলশহর, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ০৩১-৬৮১৫৭৭, ০৩১-৬৮১৫৬৭, ০৩১-২৫৮০৩৮৮

আইসি-শক্তি প্রকল্পের অর্থায়নে মুদ্রিত

inter cooperation